আর.ডি. বনশল নিবেদিত

সুপ্রিয়া ফিল্মসের

উত্তর মেলেনি

পরিচালনা
উদয় ভট্টাচার্য

সংগীত
হেমন্ত মুখার্জী

আর.ডি. বনশল নিবেদিত

সুপ্রিয়া ফিল্মের

উত্তর মেলেনি

প্রযোজনা : সুপ্রিয়া দেবী। কাহিনী চিত্রনাট্য : শক্তিপদ রাজগুরু।
সংলাপ সংযোজনা ও পরিচালনা : উদয় ভট্টাচার্য
সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

চিত্র গ্রহণ : গণেশ বোস। গীত রচনা : পুলক ব্যানার্জী। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। নৃত্য পরিচালনা : রুবি ব্যানার্জী, টিটো দে। শিল্প নির্দেশনা : সূর্য চ্যাটার্জী। রূপসজ্জা : বসির আহমেদ। শব্দ গ্রহণ : লোকেন বসু, রঞ্জিত দত্ত, ইন্দু অধিকারী। সংগীত গ্রহণ : জ্যোতি চ্যাটার্জী সমীর মজুমদার। শব্দ পুনর্যোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী। কর্মাধ্যক্ষ : মহাদেব সেন। পরিচয় লিখন : দুলাল সাহা। স্থির চিত্র : এডনা লরেঞ্জের প্রভাকর প্রভু। কেশ বিন্যাস : রীতা। পোষাক : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই।

কণ্ঠ সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী হোম চৌধুরী, শক্তি ঠাকুর পি, রাজ, নন্দিতা গাঙ্গুলী।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : কুশ চ্যাটার্জী, তপন মুখার্জী অনুপ সেনগুপ্ত। চিত্র গ্রহণ : সুকুমার সী, স্বপন নায়েক। শিল্প নির্দেশনা : রামনিবাস ভট্টাচার্য্য। সম্পাদনা : কাশীনাথ বোস। সংগীত : সমরেশ রায় সমীর শীল। রূপসজ্জা : বেচু আমেদ শব্দ গ্রহণ : ভোলা সরকার গোপাল ঘোষ। সাজসজ্জা : বিশু চক্রবর্তী, ভেলুরাম সরকার। আলোক সম্পাতে : যতীন হালদার, দুখী নস্কর, রজেন দাস, অনিল, গোবিন্দ, মধু। রসায়নগারে : রবীন ব্যানার্জী, ফনী সরকার, দুলাল সাহা, দিলীপ রায়, তাপস বসু।

আর বি, মেহেতার তত্ত্বাবধানে : ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত ও প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে নিউ থিয়েটার্স এ নস্কর ষ্টুডিওতে গৃহীত।

প্রচার ও জনসংযোগে :
শৈলেশ মুখোপাধ্যায়
বিশ্ব পরিবেশনা : আর. ডি. বি, এণ্ড কোং

রূপায়নে :

সুপ্রিয়া দেবী, দীপঙ্কর দে, সমিত ভঞ্জ, সন্তু মুখার্জী, রঞ্জিত মল্লিক (অতিথি), সুশীল মজুমদার, সুব্রত সেনশর্মা, বোধিসত্ত্ব মজুমদার, অমিত দে, এন, বিশ্বনাথন গীতা নাগ, তপতী দেবী কল্যাণী মণ্ডল, ইন্দু দেবী দুলাল সাহা, হারাধন সাহা, হাসি মজুমদার, রাজু, নিশীথ, মহুয়া, গাগরী মধুবন্তি ও নবাগতা অনুসুয়া গুহঠাকুরতা।

আর ডি, বি'র প্রচার ও জন-সংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।

উত্তর মেলেনি

(কাহিনী)

শহরতলীর এক মধ্যবিত্ত পরিবারের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সরসী চট্টোপাধ্যায় স্ত্রী, তিন পুত্র, বড় পুত্রবধূ এবং ছোট মেয়ে নিয়ে সুখের সংসার যাপন করেন।

মেজছেলে অনুতোষ যখন ভালবেসে বিয়ে করে নিয়ে এল বাপ-মা মরা চাকুরীরতা কায়স্থের মেয়ে অনিমাকে তখন সংসারে নেমে এল এক কালো-মেঘের ঘনঘটা। সবাই নববধূ অনিমাকে প্রতিপদে অপমানিত করতে লাগলেও সে তার মধুর স্বভাব এবং ভালবাসা দিয়ে সবাইকে আপন করার কাজে ব্রতী হল। কিন্তু তার ভালবাসার আবেদন "অরণ্যে রোদন" হয়ে দাঁড়াল। এমন সময় পরিবারে আবির্ভূত হলেন সরসী বাবুর বন্ধু মনোহর মুখার্জী। সরসী বাবু তার কাছ থেকেই টাকা ধার করে বিয়ে দিয়েছিলেন মেয়ের। তবে টাকা ফেরত নেবার উদ্দেশ্যে কিন্তু তিনি আসেন নি। তিনি এসেছিলেন অনিমার কাছে অন্য এক প্রস্তাব নিয়ে।

ব্যাঙ্কের ক্রিমিনাল লিষ্টে এই মনোহর মুখার্জীর নামই সর্বাগ্রে। তার বাড় বাড়ন্ত ব্যবসার মূলে আছে হাজার হাজার টাকার ব্যাঙ্ক লোন যার এক পয়সাও তিনি পরিশোধ করেন নি। আর এই সব অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব পড়েছে অনিমার উপর। মনোহর মুখার্জী ব্যপারটিকে ধামাচাপা দেবার প্রস্তাব করে তার কাছে।

কিন্তু এই ঘৃণ্য প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হয়নি অনিমা ও তার স্বামী। ফলে তারই চক্রান্তে পরিবার থেকে বিতাড়িত হয় তাঁরা।

নতুন অতিথি কন্যা সীমার আগমনে অনিমা ও অনুতোষ অতীতকে ভুলে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করে। এমন সময় নিঃস্ব, রিক্ত, বিত্তহীন মনোহর বাবু আবার নবরূপে অবতীর্ণ হয় তাদের সংসারে। অনিমার কাছে তার প্রস্তাবকে শেষবারের মত বিবেচনার অনুরোধ করে। কিন্তু আবার সে পায় প্রত্যাখ্যান। ফলে মনোহর মুখার্জীর ষড়যন্ত্রে মেয়ের জন্মদিনে লরী চাপায় প্রাণ হারায় অনুতোষ। অনিমার জীবনে আবার নেমে আসে দুর্যোগের ছায়া।

এখন অনিমার একমাত্র সান্ত্বনা মেয়ে এবং সহায় ভাই নীলেশ। সীমা বড় হতে অনিমা বুঝতে পারে যুগের হাওয়ায় সীমা অন্য জগতে পা বাড়াচ্ছে। মার কঠোর শাসনে সীমা হয় গৃহবন্দী। তবে মামা নীলেশের সহায়তায় সে বদ্ধগণ্ডী থেকে মুক্তি পায়।

একদিন একটি নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সীমার সাথে পরিচয় হয় তার পিতৃহন্তা মনোহর মুখার্জীর ছেলে সুব্রতর সঙ্গে। দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে ভালবাসার সেতুবন্ধন। অনিমা তার মেয়ের সঙ্গে সুব্রতর সম্পর্ককে মেনে নিতে পারেনি। মেয়েকেও বুঝিয়ে কোন ফল হয়নি। সীমা তার মায়ের ভালবাসাকে উপেক্ষা করে চলে যায় সুব্রতর জীবন-সঙ্গিনী হয়ে।

অনিমা এখন নিঃস্ব, জীবনে সব পেয়েও সে আজ একা।

জীবনের সব হারানোর উত্তর সে কোথায় খুঁজে পাবে?

উত্তরের আশায় সে আজ উদ্‌ভ্রান্ত।

গান

(১)

হুঁ......হুঁ......হুঁ......হুঁ
এই সুন্দর লগ্নে কী গান শোনাব জানিনা
কত সাধ প্রাণ পেলো
কত আশা ফুল হলো
ভরে গেল হৃদয়ের আঙিনা

এই সুর ঝরা আলোছায়া
জড়ালো যে মধুমায়া
সে পরশে কি যে হলো বুঝিনা
শুধু চাই শুভ আশা
সকলের ভালোবাসা
আর তো অন্য কিছু খুঁজি না।
সুখের পরশমণি
আছে এ ধরায়
নিজেকে বিলিয়ে দিলে
তাকে পাওয়া যায়

আজ সুরের স্বর্ণপাখা
মেলে দেয় যে বলাকা
তার পানে চেয়ে চেয়ে মনে হয়
প্রীতি আর অনুরাগে
সবই যেন ভালো লাগে
এই আমি যেন সেই
আমি নয়।

(২)

সাগর সে কথা বললো
যে কথা হৃদয় বলেছে
আকাশ সে আলো জ্বাললে
যে আলো হৃদয় জ্বেলেছে
তাই দেখলাম
তাই শুনলাম
মনের পরশমণি
দুটি চোখ ছুঁয়ে গেল
চোখের পাতায় রাঙা
স্বপ্নরা সোনা হলো
জীবন যেখানে চললো
স্বপ্ন সেখানে চলেছে
ডানা মেলে দেওয়া পাখী হয়ে যত আশা
এখানে, ওখানে সবখানে পেল
ভালবাসা তার ভালবাসা

সুখের সবুজ দেশে
হয়ে আরো কাছাকাছি
শুধুই এখন দেখি
তুমি আছ আমি আছি
দুটি মন আজ মানলো
একাকার হয়ে মিশেছে।

(৩)

স্বর্গের আলো পৃথিবীতে আসছে
সে আলোয় মোর প্রাণ মন ভাসছে
ধন্য হলো জীবন
ধন্য হলো স্বপন
আমার প্রাণের আশার কুঁড়িটি
ফোটা ফুল হয়ে হাসছে
চাঁদ দিল এই ছোট্ট চাঁদের কনা
বুক ভরে আজ, পেলাম সাধের কনা
এ সোনা রাখি কোথায়
কত স্নেহ মমতায়
যত ভালবাসা প্রাণে ধরে মন
আরো বেশী ভালবাসছে
এই ঘরে আজ লক্ষ খুশীর খেলা
হাজার সুখের লুকোচুরি খেলা
নেই যে ছুটি আমার
কচি দুটি হাতে তার
যত কাজ মোর
সব তুলে দিয়ে
মন শুধু ভালবাসছে
মিষ্টি যে তার মিষ্টি মুখের হাসি
দুস্টুমিও জানে সে যে রাশি রাশি
কি সুখে দিন যে যায়
কাকে বলি কি ভাষায়
নিরি মনকে নিজে বলে চলি।

(৪)

দুটি হাড়ি দরবেশ
পান্তুয়া সন্দেশ
আর যদি পেয়ে যাই
মুচমুচে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই
জন্ম দিনটা তবে জমবে
ভুঁড়িটা একটুখানি কমবে।
আমাদের মামা তবে
হাওয়ার প্লেনে হবে
ভগ্নীরা পিঠে চড়ে উড়ে যাবে বম্বে
বম্বে যাওয়ার আগে দিল্লীটা ঘুরে যাবো
কুতুবমিনারে উঠে লাড্ডু পাকিয়ে খাবো
নাকে দিয়ে নস্যি
খেয়ে নিয়ে লস্যি
এ্যাটমিক শক্তিতে চলে যাবো ট্রম্বে
আমাদের নিয়ে মামা
দেবে না শুধুই হামা
হিল্লী দিল্লী ঘুরে জন্মদিনটা জমবে
আসলে জামাইবাবু আনবে
আরো খাবার
এই শ্যালক মহারাজা করবে
সবই সাবার
খাওয়া হলো শক্তি
খাওয়া নোই ভক্তি
খেয়ে আমি হই মোটা
বেড়ে উঠি লম্বে।
বাবা এলে খাবে মামা
ডিগবাজী ধামা ধামা
এত দেরী তো কখনো করে না বাবা
বাবা এলে তবে জন্মদিনটা জমবে।
হল্লা হাসির খেলায়
জন্মদিনটা জমবে।

(৫)

লা-লা-লা-লা-লা
YOU ARE ALONE
AND ME TOO
তোমার যৌবন অফুরন্ত
কত দারুণ দুরন্ত
তোমার লালচে ঠোঁট জ্বলছে
চোখটা কেবলি কাছে ডাকছে
IT'S ALL I CAN DO
TO LOVE YOU.

(৬)

না—না—না
দিওনা আবীর এই সিঁথিতে আমার
ফাগুয়ার এমন দিনে
সকলেই ফেলবে চিনে
লুকানো মনের আশা
পড়বে ধরা চোখেতে সবার
ক্ষতি নেই যত পারো
চোখে রঙ ছড়াও আরো
যা আমি দেখবো সবি
হোকনা রঙিন রঙেতে তোমার
শুধু গো দিওনা আবীর এই সিঁথিতে
আমার
আবীরের লাল রঙেতে
ভরুক কপাল, ভরুক আমার গাল
বুঝবে না কেউ তাহলে
লজ্জা পেয়ে একটু হয়ে লাল
ও সুজন দোহাই করি
লাল হোক নীলাম্বরী
আচলে রাখবো বেঁধে
যে রঙ হবে প্রাণেরই বাহার।

আর.ডি. বনশল এর

আগামী

আকর্ষন

তারা শঙ্করের

দীপের প্রেম

সরুন্ধতী দেবীর ছবি

শ্রেঃ মুনমুন · তাপস · বসন্ত · ছায়াদেবী ও সরুন্ধতী দেবী